‘বড় বিদ্যা’র বহর বাহার

প্রভাস চন্দ্র শেঠ

নিয়োগের পরীক্ষায় সময় ভুয়ো ডিগ্রী বা মার্কশীট জমা দেওয়ার দায়ে পঁচিশ বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকরি করার পরেও পুলিশের হাতে ধরা দিতে না চেয়ে পালিয়ে বেড়ানোর ঘটনায় চমকে গেছেন নাকি আপনি? তাহলে বলতে হয়, পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নকল সমেত ধরা পড়ার পর শিক্ষক বা অধ্যক্ষের উপর ছাত্রদের বা অভিভাবক চড়াও হওয়াতেও আপনি চমকান কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক বা পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগেও কারচুপিতে আপনি ভড়কে যান। কিন্তু এসব ঘটনাটা এমন অভিনব যে চমকের জায়গা এখনও রয়ে গেছে সত্যি সত্যিই?

শেষ বিচারে এসব হয়ত চুরি হিসেবেই আখ্যায়িত হবে কিন্তু শুধু চোর দেখলেই চলবে তার ভাল জাত মন্দ জাত দেখব না? সিঁদকাটা চোরের সর্বাঙ্গে সরষের তেল মেখে ধরা পড়ার পরে পরেই সুড়ুৎ করে ভেগে পড়ার তাল এক ধরণের ব্যাপার আর দরিদ্র মেধাবী ডাক্তারি পড়া ছাত্রের অভিজাত ধনী কন্যার হৃদয়চুরি অন্য ধরণের। গ্রামারের কমপারেটিভ-সুপারলেটিভ জাতীয় চুরির বা চোরের শ্রেণীবিভাগ থাকবে না? কবিতার ‘লিচুচোর’, উপন্যাসের ‘নিশিকুটম্ব’, হিন্দী সিনেমার ‘জুয়েল থীফ’ –এ সবের চুরির যে রোমাঞ্চ বা রহস্য, রেশনকার্ডের ভুত–ভোটারকার্ডের দুনীর্তি-মিড ডে মিলের চুরি ইত্যাদিতে অন্য স্বাদ বা গন্ধ? চুরি-জোচ্চুরি-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা-ডাকাতি-স্মাগলিং-তোলা আদায়-কিডন্যাপিং-পণবন্দী কত না বিচিত্র নাম, কতই না বিচিত্র ধরন।

আমাদের ছোটবেলায় সরস্বতী পূজোর মন্ডপ সাজাতে পাড়ার বাড়ির ছাদ বেয়ে উঠে পর্যন্ত কেউ ফুলের টব নামিয়েছি, কেউ বা নিজের বাপের বাঁশ বাগান সাফ করে দিয়ে সাঁচীস্তুপ বা তাজমহল গেট বানিয়েছি, কেউ সরিয়েছি মায়ের - বোনের গুচ্ছ গুচ্ছ শাড়ি। ছাত্রাবাসে থাকার সময় নিজের হাতখরচা বাঁচাতে আজ অমুক বন্ধুর মাথার তেল, কাল তমুক বন্ধুর সুগন্ধী সাবানে প্রয়োজন মিটিয়েছি। খারাপ রেজাল্ট বাবা-মাকে দেখানোর ভয়ে মার্কশীটে গার্জেনের সই নকল করে ইস্কুলে জমা দিয়েছি। লুডো খেলার সময় তিনের জায়গায় ছয়ের দান দিয়েছি বা কারচুপি করে পরস্পর দু’বার দান ফেলে বাজিমাত করেছি। সে না হয় ছোটবেলা, পরে মেজ-সেজো-বড়বেলাতেও পৌঁছে অফিসভ্রমণের পর ভুয়ো টি.এ.বিল জমা দিয়েছি বা বৈদ্যুতিক তারে হুকিং করেছি কিংবা লাইব্রেরী থেকে পছন্দের বই সরিয়েছি অথবা অডিটের হিসেবে অন্ধ থেকে টু-পাইস কামানোর সুযোগ নিয়েছি। জীবনটাকে বৈচিত্র্যে ভরাতে চেয়ে এমন বহর ও বাহারে কারও কি আপত্তি হবে? হলেও আমার কী-ই বা যাবে আসবে?

সময় সময় যে সময়চুরি করেও বিস্তর নাফা সেটাও বিশ্বশুদ্ধ মানুষই জানেন বোধ হয়। কোর্টে উকিলবাবুটি শুনানির জন্য বারংবার তারিখ পিছোচ্ছেন, হাসপাতালে যান্ত্রিক গন্ডগোল বা ভিড়ের চাপ দেখিয়ে অন্য রোগীকে চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটাচ্ছেন, স্কুল কলেজে ছাত্র ভর্তিতে ইউনিয়নবাজির দোহাই দিয়ে মনোনীত প্রার্থীকে বঞ্চিত করছেন, বাড়িতে পাওনাদার হানা দেবে জেনে গৃহস্থের বাজারে চায়ের দোকান বা সেলুনে গিয়ে অকারণ ব্যস্ত থাকছেন। চুরির এমনই মহিমা, বিশেষতঃ এই সময়চুরির, যে পার্থিব লাভ বা ক্ষতি দৃশ্যমান না হলেও বাস্তবে হেরফের ঘটে যায় অনেকটাই।

দৃষ্টিচুরিও ঠিক তেমন। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ রয়েছে হাতের সামনেই–সেই চুরি করছেন কিনা স্বনামধন্য বিখ্যাত মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতাঠাকুর মহাশয় স্বয়ং। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালে তাঁর ইংরেজী অঙ্কগুলি ঠিকঠাক চেনা হয়ে উঠেছে কিনা পরখ করতে চেয়ে পিতা তাঁকে হুগলীর শিয়াখালা থেকে ঊনিশ মাইল দূরত্বের কলকাতা যাবার পথে একটু ছলনার আশ্রয় নেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে পরপর ১০,৯,৮,৭ অঙ্কগুলি ‘মাইলস্টোন’ বাদ দেখিয়ে জিগ্যেস করলে পিতা ঠিক উত্তর পেয়ে ভাবেন, তাঁর পুত্র ইংরেজী অঙ্কের ক্রম মনে রেখেই হয়ত বলছে। ইচ্ছে করে পুত্রের দৃষ্টিকে আড়াল করে ৬-এর ‘মাইলস্টোন’ বাদ দিয়ে ৫-এ পৌঁছেই জিগ্যেস করেন, এটি কোন্ অঙ্ক? পুত্র বলে ওঠে, বাবা, ভুল করে ৭ এর পরই ৫ বসিয়েছে এখানে, এটা ৬ হবে। বাবা খুশি হলেন, তাঁর চৌর্যবৃত্তি অবশ্য এখানে এক মহৎ উদ্দেশ্যে। উল্টো একটা ঘটনা বলা যাক, ছেলের বিয়েতে কৃপণ বাবা গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ করেছেন, পংক্তিভোজনের সময় নিজে ঘুরে ঘুরে পরিবেশনকারীদের মুখে নির্দেশ দিচ্ছেন, ঢালাও মাছ মিষ্টি দাও। অথচ আগে নির্দেশ দেওয়া ছিল, যেমন আঙুল তুলে ঢালাও দেবার কথা বলবে তেমন আঙুল গুণেই মাছ বা মিষ্টি পাতে দিও। বাস্তবে গৃহস্থের কেবলমাত্র তর্জনীটুকুই উঠেছিল। সুতরাং গৃহস্থের দরাজ মনোভাব সত্বেও পরিবেশনকারীদের কার্পণ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া নিমন্ত্রিতদের কিছুই করার থাকে না। এ ঘটনা দৃষ্টিচুরির নাকি নির্দেশ চুরির সে বিচার অবশ্য পাঠক করবেন। এক সুন্দরী পাত্রীকে দেখিয়ে বিয়ের আসরে কনেবদল, ইরাকের শাসক সাদ্দাম হুসেনের অজস্র ‘ডামি’র বিচরণ বা হিরন্ময় মৃগ মারীচের বেশে রাবনরাজের সীতাহরণ–দৃষ্টিচুরির নানা দৃষ্টান্ত আকর্ষণীয় বৈকি।

মাছচুরি যেন স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু ‘পুকুরচুরি’ বলতেই তো ব্যাপক অর্থে তা পুকুরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সে যেন সমুদ্রচুরিরই কাছাকাছি। ঈশপের গল্প স্মরণ করুণ পাঠক। বন্ধু তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়ে বিদেশ ভ্রমণের আগে বণিক বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেন। ফিরে এস তা ফেরত চাইতেই বনিক বন্ধু সখেদে কাতরকণ্ঠে জানান, কী আর দুঃখের কথা বলব ভাই, তোমার সিন্দুক কিছুদিন আগে পর্যন্ত সযত্নেই রক্ষিত ছিল, অতিসম্প্রতি আমার গুদামঘরে বড়ই ইঁদুরের উৎপাত শুর হবার পর থেকে সেটার আর হদিশ পাচ্ছি না –বোধ করি তা ইঁদুরেই চেটেছে। গল্প যেমনই হোক –এ যেন পুকুরচুরির সীমানা পেরিয়ে সমুদ্রচুরিই, নয় কি? সন্দেহ শুধু নয়, দৃঢ় বিশ্বাসই জন্মাবে বণিকবন্ধুর পরধনলোভ নামক প্রবৃত্তির উপর।

আর চুরি না করলেও, তার যথাযথ প্রমাণ না থাকলেও শুধুমাত্র সন্দেহের বশেই তো আজকাল রাস্তাঘাটে হাটবাজারে হাতে সুখ করে

নেওয়া গণপিটুনির ঘটনাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। মামার বাড়ি যাবার পথে ছোট্ট আমি মায়ের কোলে বসে দেখছি বর্ধমানের বাসস্ট্যান্ডে থিকথিক ভিড় থেকে একটা গেঞ্জি পরা লোককে কিল চড় লাথি মেরেই চলেছে, ভয়ে সিঁটিয়ে গেছি আমি, কখনও বা চেঁচিয়ে কেঁদেও উঠছি। অপবাদ ছিল, বাস থেকে একটা ব্যাগ সে চুরি করে পালাচ্ছিল। অত মারের পরেও কেউ কিন্তু তার কাছ থেকে ব্যাগটা উদ্ধার করতে পারেনি। মজার ব্যপার হল, আমরা বাসে যেতে যেতে কন্ডাক্টার আবিষ্কার করে বসল সেই 'হারিয়ে বা চুরি যাওয়া' ব্যাগটাকে। বাস ততক্ষণে মার খাওয়া নির্দোষ মানুষটা থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে। 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে' –এই বঙ্গে বা ভারতে।

শোনা যায়, অপর সন্দেহের কথাও। স্যাকরা নাকি বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেও তাঁর মায়ের গহনার সোনাও চুরি করে। ড্রাইভারমাত্রেই গাড়ির পেট্রোল - ডিজেল বা স্পেয়ার পার্টস চুরি করে মালিককে ঠকায়। গোয়ালারা মেশানই দুধেতে জল বা রাসায়নিক। হকার মানেই দ্রব্যের গুণমান বা দামের অবশ্যম্ভাবী প্রতারণা। মন্দিরের দেবী মূর্তি থেকে সোনারূপোর গহনাচুরি মানেই পুরোহিত নিজে চোর বা চোরের দোসর। খেলা মানেই গট্-আপ। প্রতিযোগিতায় সোনার পদক মানেই ডোপিং যেন স্বতঃসিদ্ধ। 'Conditions Apply' লেখা দ্রব্য মানেই অবধারিত চুরির গন্ধ–হয় টাকার গচ্ছা নয়তো স্থায়ীত্বের। অর্থাৎ কিনা স্যাঁকরা - ড্রাইভার - গোয়ালা - হকার - পুরোহিত - ক্রীড়াবিদ - ব্যবসাদার সকলেই মাসতুতো ভাই।

এই 'তুতো' ভাইয়েরা কিন্তু অন্য ক্ষেত্রেও বহাল তবিয়তে হাজির। সাহিত্যে নামীদামী লেখকের রচনা বেমালুম হজম করা অভ্যাস দেখা যায় নবীন কিছু রচনাকারের–এর অজস্র দৃষ্টান্ত সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেই মেলে। কাহিনীকারের কোনও রকম স্বীকৃতি না দিয়েই নবীন নাট্যকারের নামে নাটক মঞ্চস্থ হয়, পর্দায় রমরমিয়ে চলে চলচ্চিত্রের ব্যবসা, কপিরাইট আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে অর্থ আত্মসাতের ব্যাপক কারবার। রাজনীতিতে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে পূর্বসুরীর সমস্ত সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ ঘটানো, বিভিন্ন পার্ক রাস্তা বাসভবন ইত্যাদির নামে বদল ঘটিয়ে দলগত প্রতিশোধের ন্যক্কারজনক প্রদর্শন, অ-আ-ই-য়ের পরিবর্তে ক-খ-গ কে 'পাইয়ে দেওয়া' এসবই তো আসলে চুরিই। শিল্প বা ভাস্কর্য চুরিতে তো রীতিমত এক আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয়, কখনও দু'নম্বরী মালকে আসল বলে চালানো, কখনও বা শিল্পী - ভাস্করের নাম ভাঁড়ানো, কখনও আবার 'নাকের বদলে নরুণ' উপহার। সংস্কৃতিক দৈন্যই বলা হোক বা অর্থের লোলুপতা– আদতে এসব ঘটনা আক্ষরিক অর্থে চুরিই। সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে হয়ত বলতে হবে আরও যে, 'চোর হলেও জাত ভাল'। সুতরাং সাহিত্যসেবী-রাজনীতিক-শিল্পী-ভাস্কর যদি অসৎ কর্মে লিপ্ত থাকেন তবে তুতো হলেও বুঝতে হবে বড়ই 'তোতা' ভ্রাতৃত্বও তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

আচ্ছা, চুরি করা আর চুরির ইচ্ছা জাগা কি সমান অপরাধ? ভারতীয় দন্ডবিধি খুনী ও খুনীর সাকরেদকে সমান সাজা দেওয়ার পক্ষে। চুরির ক্ষেত্রেও এমন হলে স্বামি বিবেকানন্দকেও তাঁর উক্তি, 'ঠাকুরের নাম, জন্ম ও সাধনভূমির দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় বা তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যবর্গের কল্যাণে আমি চুরি-ডাকাতি করতেও রাজী...'র জন্য তো সাজা পেতে হত তা যতই সে চুরি-ডাকাতি অতি মহৎ উদ্দেশ্যেই ঘটুক।

এবার একটু ধম্মোকথা হয়ে যাক্ চুরির দোসর হয়ে। হিন্দুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি পর্যন্ত বারংবার চুরি করেছেন আমরা পড়েছি। ছোটবেলায় মায়ের ভাঁড়ার থেকে ননী চুরিতে হাত পাকিয়েছেন তিনি। স্বীকার করতে চাইতেন না, বলতেন 'ম্যায় নেহি মাখন চুরায়া', শেষমেশ অবশ্য হাসতে হাসতে একটিমাত্র বর্ণের হেরফের ঘটিয়ে চুরির দায় নিজের উপরে নিতেন, 'ম্যায়নে হি মাখন চুরায়া'। যৌবনে গোপিনীদের বস্ত্রহরণে আনন্দলাভ ও সঙ্গিনীদের মজা উপহার দিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বধ করার উপায় বাতলাতে সূর্যদেবকে আড়াল করতে সুদর্শন চক্রের ব্যবহারে ছিল তাঁরই সময়চুরির ছলচাতুরি, ঘোর আধাঁর দেখে প্রকাশে বেরনো মাত্রই তিনি আসলে দিবালোকে পান্ডব কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং সাধু সাবধান! 'ইতি গজ' খ্যাতির যুধিষ্ঠির, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ, চুরির নিরিখে কেউ বড় একটা কম যায় না, এটা স্মরণে রাখুন, শকুনির দ্যূতক্রীড়ায় সামান্য পোকার ভূমিকা কাজে লাগিয়ে পান্ডবদের সর্বস্বান্ত করার কৌশল, মন্থরার সহযোগিতাধন্য কৈকেয়ীর কৌশলে রাজা দশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রের বনবাস ইত্যাদিও ভিন্ন নামে চুরি বা জোচ্চুরি। যখন বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণ বলে,

'সকৃৎ প্রতীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদন্ডভাক্।
দত্তাতপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াংশ্চেদর আব্রজেৎ।।'

(বাংলায় অর্থ করলে দাঁড়ায়–কন্যাকে একবার দান বা বাগদান করার পরে তদপেক্ষ উৎকৃষ্ট বর পেয়ে বা হরণ করে বিবাহ দিলে চৌরদন্ড প্রাপ্তি ধার্য।) তখন বুঝতে পারা যায় কথার খেলাপও চুরিই। সেই পুরাণ আমল থেকেই। মুসলিম ভাইয়েরাও পবিত্র রমজান মাসে রোজা না রাখতে পারলে বিকল্প হিসেবে নানা দানধ্যান ইত্যাদির নির্দেশে আবদ্ধ থাকেন, কিন্তু কে করবে এ ব্যত্যয়ে কড়া নজরদারি, চুরির প্রবৃত্তি তো মানুষের সহজাত। ধম্মে সয় বা না সয়, চুরি যে পেটেবড় বেশি বেশিই সয়।

বিদেশী যাদুগর হুডিনি বা ভারতীয় 'যাদুসম্রাট' পি.সি. সরকার তাঁদের কৌশল বা নৈপুণ্যে বিশ্বে তাক লাগিয়েছেন অসংখ্যবার। বিজ্ঞানের সহায়তায়, হিপনোটিজন - ম্যাসমেরিজমের সার্থক প্রয়োগের বিদগ্ধ গুণী মানুষকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পেরেছেন। যাদুবিদ্যাও তো আসলে সেই বড় বিদ্যাই যাকে কাব্য করে বলা হয় 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা'।

এবার মাতালের গল্প। মানে তাদের চুরির গল্প আর কী! ফুলশয্যার রাতে স্ত্রীর শরীরের চেয়েও স্বামীর টান তার গহনায়, দু-চার পিস সরাতে পারলেই কয়েক দিনের হিল্লে হয়ে যায়। কেউ বাড়ির চাল-আলু-ডিমটা সুযোগ বুঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তো নগদ নারায়ণ, কেউ বা আবার বাড়ির গোয়ালের গরুর দুধ বেচে মদ কেনার ধান্দায় মশগুল। কী পাঠক, সত্যতা আছে কিনা এসব কাহিনীর?

কোনও কবির পংক্তি, 'ঐ যে আমার গাঁ, আমার স্বর্গপুরী/ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি' - তে জন্মভূমির প্রতি প্রেম বা গানের পালি, 'মোর শিয়রে বসি চুপিচুপি চুমিলে নয়' বাক্যবন্ধে একই ধরণের অভিব্যক্তি বোঝালেও রকমফেরের সে-ও এক চুরি। 'ছদ্মবেশী' নামক বাংলা চলচ্চিত্রের 'হৃদয়হরণ' চরিত্র, 'রাজদ্রোহী'র সংলাপে প্রেমিকার পরিচয় দিতে গিয়ে আমার মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো দাদার বউ 'উচ্চারণ,

‘ঐ চোর ঐ চোর, ধর’ সমৃদ্ধ ‘শ্যামা’ নৃত্য নাট্যের উত্তীয় চরিত্র– এ সবই মনে পড়ায় বাকচাতুরি, সংলাপ বা কথাবার্তার ছল-প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। অর্থাৎ চুরির কোনও ক্ষেত্রবিশেষ নেই, সময় নির্দেশ নেই, গতিঅভিমুখ নেই মানে, ‘যখনই জেগেছে চিত্ত, তখনই হয়েছে প্রভাতে’র মত আর কী?

হাসপাতাল থেকে শিশুচুরিতে আত্মগ্লানি নেই, বস্তির ঘর থেকে নাবালিকা অপহরণে বিবেকদংশন নেই, নিরীহ স্ত্রী-পুরুষের দেহ থেকে কিডনি চুরিতে লজ্জা ঘেন্নার বালাই নেই। সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটছে বা গরুছাগল পাচার চলছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে বা ডিগ্রী লাভে অসদুপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। রাজধানী থেকে বিমানে করে সাংসদ বা বিধায়কদের অন্যত্র উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওষুধে নিম্নমানের উপাদান দেওয়া হচ্ছে, সরকারী প্রতিদান থেকে সরবরাহ হওয়া রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারও ওজনে কম থাকছে। ব্যাংকের এ টি এম থেকে গ্রাহকের অজান্তে টাকা তছরুপ ছিনতাই হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বা জাতীয় স্তরে ইন্টারনেট হ্যাকিং করে সাইবার ক্রাইমের রমরমা চলছে কোনও গোপন ‘পাসওয়াড’ বা ‘কোড’-ই বিজ্ঞাপন জগতে বিশ্বজয়ী–বৃদ্ধ অক্ষম মানুষ ফাঁদে পড়ছেন ট্যুর বা ট্রাভেল প্যাকেজে, বৃদ্ধাবাসে শান্তি নীড় সন্ধানে কিংবা কিঞ্চিৎ বেশি অর্থের আশায় বেসরকারী সংস্থায় বিনিয়োগে। সত্যিই বর্তমান যুগে এসব যেন জলভাত। সুযোগ নেই তাই আমি চুরি করি না, পেলে আপনাকেও ছাপিয়ে যেতাম–এটাই কঠোর বাস্তব। মানছেন না? তাহলে বলব, ‘ভাবের ঘরে চুরি’ এবার আপনিই করছেন কিন্তু।

এই দেখুন না, এই পশ্চিমবঙ্গেই কিনা ঘটে গেল নোবেল পদক চুরির মত ঘটনা। কার পদক? যিনি নাকি সারা বিশ্বের কাছেই এক শ্রদ্ধেয় নাম? কোথা থেকে ঘটল ঘটনাটা? খোদ্ সরকারে ‘বিশ্বভারতী’র অন্দরমহল থেকে। কোন্ আন্তর্জাতিক পুলিশী চোখরাঙানিতে আমাদের চৌর্যবৃত্তি থামবে, বলতে পারেন?

সরকারী আইন হচ্ছে দফায় দফায়, প্রয়োগও হচ্ছে বৈকি কখনও সখনও এখানে সেখানে। তাই বলে পাথরখাদান, ইটভাটা, বিড়ি বা বেকারীশিল্পে শিশু শৈশবচুরিতে নিষ্ঠা ‘কিছু কম পড়িয়াছে?’

বিকৃতমনা ছেলেছোকরার দল ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর অশ্লীল ছলি মোবাইল মারফৎ লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে পাঠিছে দিচ্ছে। এটাও ঘটছে তো চুরি করে ক্যামেরার প্রয়োগে। কোন্ ক্লোজড্ সার্কিক টি ভি বসিয়ে রুচিহীন মানুষের পেছনে পেছনে ছুটবেন আপনি?

লান্স আর্মস্টং নাকি ক্যান্সার জয় করেও ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের নজির রেখেছিলেন। এখন যদি বিভিন্ন নিষিদ্ধ ড্রাগ বা রাসায়নিক ব্যবহারের কথা তাঁর ক্ষেত্রে সত্যি হয়, সেই চুরি করে পাওয়া সাফল্যের সম্মান সারা বিশ্বের অনুরাগীরা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন? এই তো, এবারের অলিম্পিকেই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা থেকে আটজন প্রতিযোগীকে বাতিল করে দেওয়া হল গড়াপেটামূলক ফলাফলের রাস্তার সওয়ারী হয়েছিলেন বলে, সত্যি করে বলুন তো পাঠক, এর পর থেকে এসব চুরির হার সত্যিই কমে যাবে? আমার আশঙ্কা, বরং অভিনবত্ব এনে নতুন কৌশলে বা বিচিত্র কায়দায় তা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। সেই আদিম রিপুর তাড়না আর কী? হিংসা, লোভ, ...আর কী কী যে সেসব?

শেষে একটা গল্প। বর্ধমানের বুদবুদ থানায় এক যুবক ঢুকল তার প্রায় নতুন সাইকেলটি নিয়ে, ঠেসিয়ে রেখে যাবি মেরে অফিসের ভেতর ঢুকল। মাত্রই দশ মিনিট পরে বাইরে বেরিয়ে সে দেখে, সাইকেলটি নেই। খোঁজাখুঁজি করতেই দু’একজন সামনের গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে শন্ শন গতিতে এগিয়ে চলা সাইকেলটিকে দেখাল। যুবকটি যত চেঁচায়, ঐ যে যাচ্ছে, দাদারা, ধরুন ধরুন, ও সাইকেল চুরি করে পালাচ্ছে–পলায়নরত প্রায় সমবয়সী যুবকও মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চেঁচায়, দীপ আজ তুই যতই বল, আমি থামছি না, আজ আর তোকে ডবল-ক্যারি করছি না, আজ তোকে জব্দ করবই। একম্বিধ কথায় যে দু-চারজন বা আগ্রহী হয়েছিল চোর ধরায় তাদের বিভ্রান্তি ঘটল। ফল, থানা থেকে ঘটে গেল একটি সাইকেলচুরির মত পাতি ঘটনা। পাতি তো বটেই, ইন্টারনেট হ্যাকিং -য়ের তুলনায় তেত্রা অবশ্যই। ‘বড় বিদ্যা’র খুবই ছোট এক সংস্করণ, তাই না পাঠক?